40

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ছিল বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ এলাকা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মহান একুশের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন। গোটা এলাকায় ছিল নিরানন্দ পরিবেশ।

ছাত্রলীগ কর্মীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এই আশংকায় বাংলা একাডেমিতে এমন কঠোর ও নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরোপ করা হয় যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলার সময় পুরো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। পুলিশ, বিডিআর এবং সাদা পোশাকের নিরাপত্তা কর্মীরা পুরো এলাকা নিশ্ছিদ্র করে ঘিরে রাখে। এ সময় বাংলা একাডেমির কোন কর্মকর্তাকে তাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। কক্ষগুলো তালা দিয়ে রাখা হয়। বাংলা একাডেমির একজন কর্মকর্তার মতে : দেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয়

অবরুদ্ধ : পৃঃ ৮ কঃ ১

অবরুদ্ধ ঃ বাংলা একাডেমি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির গত ৪০ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি।

বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীর আগমন নির্বিঘ্ন করার জন্য গত কয়েকদিন ধরে বাংলা একাডেমি এবং আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করা হয়। গতকাল সকালে বাংলা একাডেমির পাশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শিশু একাডেমি, পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, এনেক্স ভবন, শিববাড়ি, আণবিক শক্তি কমিশন ভবন এবং টিএসসি এলাকায় প্রতি গজ পর পর পুলিশ বিডিআর ও সাদা পোশাকে নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগ করা হয়।

নিরাপত্তা কর্মীরা সকালে একাডেমি প্রাঙ্গণে ঢুকে একাডেমির কর্মকর্তাসহ সবাইকে একাডেমি প্রাঙ্গণ ছেড়ে গেটের বাইরে প্রধান সড়কে চলে যেতে মাইকে ঘোষণা করে। পরে সবাইকে মেটাল ডিটেক্টরের ভেতরে দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করানো হয়। সাংবাদিকদের প্রবেশ করতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ছাড়াও প্রত্যেক সাংবাদিককে তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয়। দৈনিক বাংলার ফটো সাংবাদিক কামরুজ্জামানের সাথে নিরাপত্তা কর্মীরা দুর্ব্যবহার করে। তিনি (কামরুজ্জামান) এ নিয়ে সেখানে উপস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। এ সময় আরো কয়েকজন সাংবাদিক তার সাথে ছিলেন।

ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকনকেও নিরাপত্তা কর্মীরা প্রথমে ঢুকতে দেননি। খোকন গেটে নিজের পরিচয় দিলে, একজন নিরাপত্তা কর্মী খোকনকে বলেন, ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদককে প্রবেশ করতে দেয়ার কোন নির্দেশ আমার কাছে নেই। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে ডাকসু'র সহ-সভাপতি আমানুল্লাহ আমান ভেতর থেকে এসে খোকনকে নিয়ে যান।

বাংলা একাডেমির একটি সূত্র জানায়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোট ২ হাজার ২'শ' ১৬ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমন্ত্রিতদের ৯০ ভাগই অনুষ্ঠানে আসেননি। যারা এসেছেন তাদের মধ্যেও বেশির ভাগ ছিলেন মন্ত্রী, সচিব ও সরকারি কর্মকর্তা। বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদের কাউকেই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। লেখক ও প্রকাশকদের সংরক্ষিত আসনে পরিচিত কোন লেখক-প্রকাশক বসেননি। এসব আসন দখল করে নেয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা। ছাত্রদলের কর্মীরা সকাল থেকেই একাডেমির সামনের সড়কে শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরও ছাত্রদল কর্মীরা মিছিল অব্যাহত রাখে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আসার কিছুক্ষণ আগে বিপুল সংখ্যক আসন খালি থাকায় নিরাপত্তা কর্মীরা মিছিলকারী ছাত্রদল কর্মীদের সবাইকে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেয়। এছাড়াও রোকেয়া হলের ভিপি শিরিন সুলতানা ও ইডেন কলেজের ভিপি হেলেন জেরিন খানের নেতৃত্বে কয়েকশ' ছাত্রী অনুষ্ঠানে প্রবেশ করে। ছাত্রদল কর্মীদের কারো হাতেই কোন আমন্ত্রণপত্র ছিল না। অনুষ্ঠানে বসা নিয়ে কয়েকজন ছাত্রী ঝগড়া করে। ছাত্রদল কর্মীরা 'সচিব' লেখা একটি বোর্ড খুটিসহ তুলে ফেলে নিয়ে সেখানে আসন গ্রহণ করে। কোন সচিব সেখানে বসেননি। ছাত্ররা কয়েকবার অনুষ্ঠানে 'জিয়ার সৈনিকরা এক হও' শ্লোগান দেয়।

ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গতকাল হরতাল ডেকেছিল। সে হরতাল পালন করা হয়েছে বইমেলায়। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী বক্তৃতার পর যখন স্টল পরিদর্শনে যান তখন শুধু 'পুস্তকা' নামে একটি স্টল খোলা ছিল। প্রধানমন্ত্রী আসার আগে কোন স্টল খোলা হয়নি দেখে একজন নিরাপত্তা কর্মী তাড়াতাড়ি স্টল খোলার ব্যবস্থা করার জন্য বলেন, কিন্তু তারপরও কেউ স্টল খোলেনি। প্রধানমন্ত্রী স্টল পরিদর্শনের জন্য সোজা বাংলা একাডেমির স্টলের সামনে গিয়ে নামেন এবং দুই মিনিটে শুধু একাডেমির স্টল দেখে গাড়িতে উঠে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী সোয়েল চত্বর দিক থেকে অনুষ্ঠানে আসেন ১১টা ৩৫ মিনিটে। এর আগে ১১টা ১০ মিনিটে পর পর কয়েকটি বোমার শব্দ শোনা যায়। পৌনে ১২টায় উচ্চ শব্দে আবার ৫/৬টি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে।

প্রধানমন্ত্রীর আসা-যাওয়া এবং বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। তবে পুরো প্রাঙ্গণে এক ধরনের আতংক বিরাজ করে।